যুগান্তর

তারিখ ...20 SEP 2008...
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ১

অশান্ত শিক্ষাঙ্গন

মেডিকেল এসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের (ম্যাটস) ক্যাম্পাস চালুকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট সংকটে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ। কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ম্যাটস স্থাপনে আপত্তি জানাইয়া আসিতেছিল ছাত্রছাত্রীরা। এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সেইখানে ম্যাটসের প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানো হইতেছিল। বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীরা ম্যাটসের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ক্যাম্পাস হইতে বাহির করিয়া দিয়া তাহাদের কক্ষে তালা ঝুলাইয়া দেয়। শিক্ষার্থীরা ম্যাটসের একটি মাইক্রোবাসে আগুন জ্বালাইয়া দেয় এবং চালককেও মারধর করে। ইহার পর তাহারা স্থানীয় বাসিন্দাদের সহিত সংঘর্ষে জড়াইয়া পড়ে। এই সংঘর্ষে ১০ ছাত্রসহ ১২ জন আহত হয়। তুচ্ছ ঘটনা হইতে লংকাকাণ্ড ঘটিবার দৃষ্টান্ত শিক্ষাঙ্গনে কম নহে। কিছুদিন পূর্বে পরিবহন শ্রমিকদের সহিত এক ছাত্রের বচসাকে কেন্দ্র করিয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্বে বন্ধ করা হইয়াছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশে জরুরি আইন বহাল থাকা সত্ত্বেও একটার পর একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া কিসের ইঙ্গিত বহন করে? ইহার পিছনে কাহারাইবা মদদ যোগাইতেছে? আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নে সতর্ক থাকিলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লইলে ইহা এড়ানো যাইত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় প্রশাসন কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিল না। একজন শিক্ষার্থীর সহিত পরিবহন কর্মচারীদের বচসা কেন্দ্র করিয়া যখন তুলকালাম কাণ্ড ঘটিল তখন প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী মৌন থাকাকেই শ্রেয় মনে করিল কেন? তাহারাও কি চাহিতেছিল-যে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ হইয়া যাক। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একবার বন্ধ হইলে সহজে খুলিতে চাহে না। ইহাতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্মকর্তাদের কোন অসুবিধা না হইলেও মহাবিপদে পড়ে শিক্ষার্থীরা। তাহাদের ছাত্রাবাস ছাড়িতে হয়, পড়াশুনা ব্যাহত হয়, পিছাইয়া যায় পরীক্ষাও। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার পিছনে একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের ইন্ধন রহিয়াছে বলিয়া অভিযোগ। বিষয়টি তদন্ত করিয়া দেখা প্রয়োজন। গত দুই দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোন অঘটন ঘটে নাই যাহার সহিত ঐ মৌলবাদী সংগঠনটি জড়িত ছিল না। কুমিল্লার ঘটনাটি ভিন্ন। মূলত শিক্ষা প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বহীনতার কারণেই সেইখানে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটিয়াছে। একটি মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে আরেকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সিদ্ধান্তটি কেবল অবিবেচনাপ্রসূত নহে অবাস্তবও। কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ পূর্বাহ্নে আমলে লইলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানো যাইত। তবে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদের নামে যেইভাবে আইনকে হাতে তুলিয়া লইয়াছে আমরা উহারও প্রতিবাদ জানাই। তাহারা শিক্ষা প্রশাসন ও কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ জানাইতে পারিত। গায়ের জোর খাটাইতে গিয়া নিজেদের সর্বনাশ করিয়াছে। মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণায় তাহারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল সংশ্লিষ্টদের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ম্যাটসের ক্যাম্পাস অন্যত্র সরাইয়া লওয়া। সেই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা মারমুখী হইয়া উঠিত না। মেডিকেল শিক্ষার মতো জরুরি শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাহত হইত না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ কোন সমাধান নহে। আমাদের দাবি কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বন্ধ ঘোষিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে খুলিয়া দেওয়া হউক। কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ও ম্যাটসের বিরোধও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হউক। শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়া আসুক। কোন অজুহাতেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা যাইবে না।